নাগরিক টিভির চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি হলেন সাংবাদিক পলাশ

জাতীয় দৈনিক খোলা কাগজ ও বাংলাদেশ গার্ডিয়ান এর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি এবং দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল নাগরিক টিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

এর আগে সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ দৈনিক যুগান্তরের দামুড়হুদা প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল ও মাই টিভিসহ একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় জেলা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন।

সাংবাদিক শামসুজ্জোহা পলাশ নাগরিক টিভিতে নিয়োগ পাওয়ায় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সদস্যরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাংবাদিক পলাশ সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

দশর্না রেলবাজার দোকান মালিক নিবার্চন সম্পুর্ণ। সভাপতি পদে তোফজ্জেল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসেন নিবার্চিত হয়েছে।

সকাল ৮টা একটানা বিকাল ৪টা পযর্ন্ত বিরতিহীন ভাবে ভোট গ্রহণ চলে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্বিপনা আনন্দ মুখোর পরিবেশে ভোটাররা ভোট প্রদান করেন। মোট ভোটার সংখ্যা ছিলো ৮৭০জন। কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়ায় ভোট গ্রহণ সম্পুর্ণ হয়েছে। পুলিশি কড়া পাহারায় এবং সাংবাদিক ও স্থানীয় নেত্রীবৃন্দের উপস্থিতে ভোট প্রদান করেন ভোটাররা।

দীর্ঘ সাড়ে ৭ বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এ নির্বাচনটি ছিল উৎসব মুখোর। ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ প্রার্থী। এরই মধ্যে সভাপতি পদে ৩ জন প্রার্থীর মধ্যে সভাপতি পদে তোফাজ্জেল হোসেন চেযার মার্কায় ৩৪৯ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি তরিকুল ইসলাম জুয়েল চশমা মার্কায় ২৯৪ ভোট পেয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে আবুল বাসার মোরগ মার্কায় ৪৬৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি আরিফেুল ইসলাম কলস মার্কায় ১৯৩ ভোট পেয়েছেন।

সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জন প্রার্থীর মধ্যে আনোয়ার হোসেন প্রজাপ্রতি মার্কায় ২৫৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী সেলিম মেহফুজ বাই সাইকেল মার্কায় ২৪০ ভোট পেয়েছে। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত হরিণ মার্কায় সর্বোচ্চ ৬৭০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী আনারস মার্কায় ২১২ ভোট পেয়েছেন। দপ্তর সম্পাদক পদে সোহাগ হোসেন টেবিল মার্কায় ৩৭৩ ভোট পেয়ে অপর প্রার্থী কালু মিয়া হারিকেন প্রতীকে ৩৩৩ ভোট পেয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ পদে মিজানুর রহমান দেয়ারঘড়ি মার্কায় ৫৭৩ ভোট পেয়ে নিবর্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী টিউবয়েল মার্কায় ২৬২ ভোট পেয়েছেন। নির্বাহী সদস্য পদে ১ নং ওয়ার্ডে শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৮৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত। তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী হারেজ আলী সেলাই মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে আব্দুল মিয়া ও শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। ৫ নং ওয়ার্ডে মেহেদী হাসান বেলচা মার্কায় ৮৪ ভোটপেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী সেলাই মেসিন মার্কায় ৩২ ভোট পেয়েছেন। ৬ নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পান পাতা মার্কায় ১২১ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী হানিফ খাঁ ২৩ ভোট পেয়েছে। ৭ নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। অপর প্রার্থী ২৯ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিলে দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি দায়িত্বে ছিলেন টানা ৭ বছরেরও বেশী সময়। নানা জটিলতার কারণে ঠিকঠাক সময়ে নির্বাচন হয়নি। অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ।

পরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গঠন করা হয় ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করা হয়

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমানকে। এ কমিশনে অপর ৪ কমিশনার হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফএ আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন। গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ি গতকাল ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। খসরা তালিকা অনুযায়ি ভোটার সংখ্যা হয়েছে ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধনী। ২৮ অক্টোবর চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯ থেকে ৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের মধ্যে মনোনয়নপত্র বিতরণ। ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, প্রার্থীতা বাতিলের উপর আপিল, শুনানী ও নিস্পত্তি। ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, ৪ নভেম্বর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ। ১৪ নভেম্বর সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত বিরতীহিনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হবে।

এবারের নির্বাচনে ১৩ টি পদের বিপরিতে তালিকায় রয়েছেন ৩১ জন প্রার্থী। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার)। নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুতফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)। সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জন পুরণো হলেও ২ জন রয়েছেন নতুন প্রার্থীই। এদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি) সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মেহমুদ লিটন (বাই সাইকেল) নতুনদের মধ্যে রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখি ফুল)। সহসভাপতি পদে আবুল বাসার (মোরড়) আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)। কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)। দপ্তর সম্পাদক পদে সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

এছাড়া ৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১ নং ওয়ার্ডে মোঃ শরীফ উদ্দীন পেয়ারা মার্কায় ৭৫ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী ফরজ আলী কাঁঠাল মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম ৮৮

ভোট পেয়ে নিবার্চিত। অপর প্রার্থী সেলিা মেশিন মার্কায় ৫২ ভোট পেয়েছে। ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় আব্দুল মিয়া এবং শামীম মিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ৫ নং মেহেদী হাসান (বেলচা) মার্কায় ৮৪ ভোট পেয়ে নিবার্চিত তার নিকটতম প্রার্থী মোঃ ওয়াসীম ফুটবল ৩২ ভোট পেয়েছে। ৬নং ওয়ার্ডে আজিজুল ইসলাম পানপাতা মার্কায় ২১২ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছে। অপর প্রার্থী হানিফ খঁ ২৩ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। এছাড়া ৭ নং ওয়ার্ড থেকে হাবিব শিকদার জবাফুল মার্কায় ৬৬ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থী সাইদুর রহমান উড়োজাহাজ মার্কায় ২৯ ভোট পেয়েছেন।

আলমডাঙ্গা আল্লার দান হোটেলে দুর্ধর্ষ চুরি

আলমডাঙ্গা লালব্রীজ মোড়ে প্রতিষ্ঠিত আল্লার দান হোটেলে গভীর রাতে চোর ঢুকে হোটেলে থাকা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে। গতকাল আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান আলমডাঙ্গা থানায় উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা লিখিত ভাবে অভিযোগ দায়ের করেছে।তার অভিযোগে জানাগেছে,গত ১৩ নভেম্বর গভীর রাতে

চোরচক্র তার লাল ব্রীজ মোড়ের আল্লার দান হোটেলে ঢুকে ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে ক্যাশে থাকা টাকা ও দুইটি মাটির ব্যাংকে রাখা লক্ষাধিক টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে,যা সিসিটিভি ফুটেজ দেখা গেছে। হোটেল মালিক হাফিজুর রহমান জানান, আমি প্রতিদিনের মত গতকালও দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে গেছি। সকালে হোটেল খোলার পর জানতে পারি চোর আমার হোটেলে ঢুকে টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে।

সে জানায়, প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। হোটেল মালিক হাফিজুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলে থানার তদন্ত কর্মকর্তা হোটেলে তদন্ত করেছেন। আল্লার দান হোটেলে চুরির ঘটনায় অত্র এলাকার অন্যান্য ব্যাবসায়িগণ বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান পিপিএম জানান, আমরা চুরির

ঘটনা তদন্ত করছি, অচিরেই চোর চক্র কে ধরতে সক্ষম হবো।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি কার্যালয়ের পাশে মিললো বোমা সদৃশ বস্তু

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের গ্রীসনগর বাজারের বিএনপি’র অস্থায়ী কার্যালয়ের পেছনে বোমা সদৃশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

কালো ও লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুটির আকৃতি অনেকটা গ্রেনেড আকৃতির বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আজ শুক্রবার সকালে বস্তুটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। বস্তুটি উদ্ধারে বোমা ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনাস্থলের আশপাশ ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রীসনগর বাজার সংলগ্ন বিএনপি’র অস্থায়ী একটি কার্যালয় রয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে সেই কার্যালয়ের পেছনে বোমা সদৃশ বস্তু দেখতে পায় স্থানীয়রা। এসময় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) আনোয়ারুল কবিরসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পরে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে।

দর্শনা তিতুদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মো. মিলন হোসেন বলেন, আমরা যখন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী (বিজিএমইএ এর সভাপতি) ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি; ঠিক সেই সময় আমাদের নেতাকর্মীদের ভয়ভীতি ও আতঙ্কিত করতে পরিকল্পিতভাবে একটি চক্র এ কাজ করতে পারে।

সহকারী পুলিশ সুপার আনোয়ারুল কবির বলেন, বস্তুটি বোমা নাকি অন্য কিছু তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। রাজশাহী থেকে তারা রওনা দিয়েছে।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন আজ

সাড়ে সাত বছর পর দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ শুক্রবার। এই নির্বাচনে ১৩টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৩১ জন প্রার্থী। দেখার অপেক্ষা, কে হাসেন বিজয়ের হাসি।

সভাপতি পদে ৩ ও সাধারণ সম্পাদক পদে ৫ জনসহ বিভিন্ন পদে মোট ৩১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর দর্শনা, যা শিল্পনগরী হিসেবে সারাদেশে পরিচিত। দর্শনা দোকান মালিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় বইছে নির্বাচনী উৎসবের আমেজ।

নির্বাচন তিন বছর অন্তর হওয়ার কথা থাকলেও এবার তা হচ্ছে দীর্ঘ সাড়ে সাত বছর পর। আগামী ১৪ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে সরব আলোচনা, আর ভোটারদের মাঝে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

দর্শনা বাজারের ব্যবসায়ীদের এই নির্বাচন বরাবরই এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে এলাকা। বাজারের প্রতিটি অলি-গলি ও প্রধান সড়কে প্রার্থীদের ছবি ও প্রতীকসংবলিত ডিজিটাল বিলবোর্ড ও পোস্টারে ছেয়ে গেছে। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও চলছে প্রচার।

দিনে প্রার্থীদের মাঠে তেমন দেখা না গেলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে কেউ দলবদ্ধভাবে, কেউ একাই প্রচারণা চালাচ্ছেন। প্রতিটি ভোটারকে হ্যান্ডবিল দিয়ে দোয়া ও ভোট প্রার্থনা করছেন প্রার্থীরা।

জানা গেছে, ২০১৮ সালের ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সর্বশেষ ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন। তিন বছর মেয়াদি পরিষদ হলেও বিগত কমিটি টানা সাত বছরেরও বেশি সময় দায়িত্বে ছিল। নানা জটিলতার কারণে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

অবশেষে চলতি বছরের ২৫ মে গঠন করা হয় উপদেষ্টা পরিষদ এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন। এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান। অন্য সদস্যরা হলেন সাংবাদিক জাহিদুল ইসলাম, সাংবাদিক এফ.এ. আলমগীর, মোমিনুল ইসলাম ও মনির হোসেন।

গত ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রফেসর আজিজুর রহমান। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ২৩ অক্টোবর ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী ভোটার সংখ্যা ৭টি ওয়ার্ডে ৭৬৯ জন। ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, নাম ও ওয়ার্ড সংশোধন, ২৮ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৯-৩০ অক্টোবর প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বিতরণ, ১ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই ও আপিল শুনানি শেষে ২ নভেম্বর বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। ৩ নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার ও ৪ নভেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ এবং প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

১৪ নভেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে দর্শনা ডিএস সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে গোপন ব্যালটে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে মাঠে রয়েছেন সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন (চেয়ার), নতুনদের মধ্যে রয়েছেন লুৎফর রহমান (মই) ও তারিকুল ইসলাম জুয়েল (চশমা)।

সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক সহ-সভাপতি

আনোয়ার হোসেন রতন (প্রজাপতি), সাবেক সহসাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান বাবু (চাঁদতারা), গত নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সেলিম মাহমুদ লিটন (সাইকেল) এবং নতুন প্রার্থী রিয়েল ইসলাম লিওন (ছাতা) ও নাসির উদ্দিন খান হাসু (সূর্যমুখী ফুল)।

সহসভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আবুল বাসার (মোরগ), আরিফুল ইসলাম জয়নাল (কলস) ও রিন্টু জামান (মাছ)। সহসাধারণ সম্পাদক পদে আছেন আবিদ হাসান রিফাত (হরিণ) ও শরিফুল আলম (আনারস)।

কোষাধ্যক্ষ পদে সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিল্লাল হোসেন (টিউবওয়েল) ও মিজানুর রহমান (দেয়ালঘড়ি)।

দপ্তর সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক দপ্তর সম্পাদক সোহাগ হোসেন (টেবিল) ও কালু মিয়া (হারিকেন)।

ওয়ার্ড সদস্য পদে ১নং ওয়ার্ডে ফরজ আলী (কাঠাল) ও মো. শরিফ (পেয়ারা), ২নং ওয়ার্ডে জাহিদুল ইসলাম (মোবাইল) ও হারেজ উদ্দিন (সেলাই মেশিন), ৩ ও ৪নং ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল ও শামীম মিয়া, ৫নং ওয়ার্ডে ওয়াসিম (ফুটবল) ও মেহেদী হাসান (বেলচা), ৬নং ওয়ার্ডে হানিফ খা (আম) ও আজিজুল ইসলাম আজিজ (পানপাতা), ৭নং ওয়ার্ডে হাবিব শিকদার (জবাফুল), সাইদুর রহমান টুটুল (উড়োজাহাজ) ও আজাহার খান ঝন্টু (চায়ের কাপ)।

এ নির্বাচনে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আজিজুর রহমান।

দর্শনায় বেওয়ারিশ কুকুরের উৎপাত, আতঙ্কে পৌরবাসী

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর শহরের বিভিন্ন মহল্লায় বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। এতে পথচারী, শিশু ও প্রবীণরা চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এসব কুকুর প্রায়ই রাস্তায় হাঁটাচলা করা মানুষকে তাড়া করছে, এমনকি কামড়ানোর ঘটনাও ঘটছে। সম্প্রতি শহরের রেলবাজার, মুজিবনগর রোড, কলেজপাড়া, পুরাতন বাজার ও বাসস্ট্যান্ড এলাকাসহ বিভিন্ন মহল্লায় বেশ কয়েকজন পথচারী ও গবাদিপশু (গরু- ছাগল) কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

পৌরবাসীর দাবি, দ্রুত পৌরসভার পক্ষ থেকে এসব বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও টিকাদান (ভ্যাকসিন) কার্যক্রম শুরু করা প্রয়োজন। নইলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার সচেতন নাগরিকরা বলেন, প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো এলাকায় কুকুরের উৎপাত দেখা যাচ্ছে। পৌরসভার উচিত দ্রুত ভ্যাকসিন ও নির্বীজন কার্যক্রম শুরু করা।

স্থানীয়দের প্রত্যাশা, প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, যাতে বেওয়ারিশ কুকুরের ভয় থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পেতে পারে।

আলমডাঙ্গায় ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন ওলামা দলের কমিটি গঠন

আলমডাঙ্গা উপজেলা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন ওলামা দলের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার সময় ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে উৎসবমুখর পরিবেশে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মাওলানা মোঃ আনোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ওলামা

দলের সভাপতি কাজী আবুল হাসনাত।

প্রধান অতিথির অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ওলামা দল শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি ইসলাম, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা একটি শক্তি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আতাউল হুদা,

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি সানোয়ার হোসেন লাড্ডু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ওলামা দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম কিবরিয়া স্বপন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবু হুরাইরা, সিনিয়র সহ-সভাপতি আল মামুন হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শাহ কলম, সাংগঠনিক সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজা হোসেন ও আবু মুসা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন ওলামা দলের নবগঠিত কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সভাপতি মোঃ সবোদ আলী,সাধারণ সম্পাদক আবু নছর, সহ-সভাপতি মজিবুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আলিম বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জামাল উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলামিন হোসেন।

চুয়াডাঙ্গার সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম টোটন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার সাবেক এমপি সেলুন জোয়ার্দারের ছোট ভাই সাবেক পৌরমেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, ১৩ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের কথিত লকডাউন উপলক্ষে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ছিল রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনের।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, নাশকতার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে বাবু খানের নির্বাচনী পথসভা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড থেকে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার বিকেলে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে জয়রামপুর চৌধুরীপাড়া ঈদগাহ মাঠে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, জেলা বিএনপির সভাপতি, বিজিএমইএ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ হাসান খান বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “অনেক দিন পর এ দেশের মানুষ ভোট দিতে পারবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্র সংস্কারে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নসহ মোট ৩১ দফা কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আপনারা দয়া করে নারীদের, বাড়ির মহিলাদের বিএনপির ধানের শীষের কথা বলবেন। একটি দল জান্নাতের কথা বলে মা-বোনদের বিভ্রান্ত করছে। কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়, সে বিষয়ে পুরুষদের

বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ভোট জনগণের অধিকার সবাই যে ধানের শীষে ভোট দেবে, তা নয়। কিন্তু কেন ধানের শীষে ভোট দিতে হবে, তা সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে। দেশনায়ক তারেক রহমানের ৩১ দফা কর্মসূচির কথা মানুষকে বুঝাতে হবে। তারা যদি বুঝতে পারে, তাহলে অবশ্যই ধানের শীষে ভোট দেবে। কারণ এই ৩১ দফা বাস্তবায়ন হলে সব মানুষেরই কোনো না কোনোভাবে উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।”

হাউলী ১নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আক্কাস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ হাসান মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, সহসভাপতি সোলেমান মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সহসভাপতি মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ঝন্টু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক একরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল হক সবুজ, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসেন বাবু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক মল্লিকসহ হাউলী ইউনিয়নের বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান।

সভায় বক্তারা বলেন, এলাকার বিভিন্ন রাস্তা-ঘাট দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে পড়ে আছে। বিশেষ করে চৌধুরীপাড়া, তারিনিপুর, ডুগডুগিসহ আশপাশের এলাকার কৃষকরা ফসল পরিবহনে ভোগান্তিতে পড়ছেন। এ সমস্যা সমাধানসহ জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির প্রার্থীকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান বক্তারা।

পথসভা শেষে প্রধান অতিথি মাহমুদ হাসান খান বাবু দামুড়হুদা পুড়াপাড়া সার্বজনীন শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দিরে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে একে একে জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব, ডুগডুগি, ছোট দুধপাতিলা ও বড় দুধপাতিলা গ্রামে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত

হয়।

জীবননগরে একতারপুর ইকো পার্ক ও নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে নির্মিত একতারপুর ইকো পার্ক ও পার্কের মনোরম ‘নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্ট’ এর বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টার দিকে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা যৌথভাবে উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আল আমীন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সৈয়দজাদী মাহবুবা মঞ্জুর মৌনা, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস, উপজেলা প্রকৌশলী মো. আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল, উপজেলা আইসিটি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মো. নূর আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম বলেন, আমরা এখানে একটি ছোট কিন্তু সম্ভাবনাময় ইকো পার্ক তৈরি করেছি। ইতোমধ্যে কিছু ফ্যাসিলিটি ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে আরও উন্নত করা হবে। ‘নীলাম্বরী ভিউ পয়েন্ট’ এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। এটি জীবননগরের মানুষের জন্য এক নতুন বিনোদনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে

উঠবে।

তিনি আরও জানান, এই ইকো পার্ক ও ভিউ পয়েন্ট ভবিষ্যতে চুয়াডাঙ্গা জেলার পর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।